ফতওয়া

পরম করুনাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

জিহাদের অভিপ্রায়ে ইউরোপের দাঙ্গায় অংশগ্রহন করা কি বৈধ হবে?

আনসারুল্লাহ বাংলা ব্লগ কতৃক অনূদিত

প্রশ্ন# ৫০৮৫

শাইখ আবু মনযির আল- শানকিতি কতৃক ফতোয়া প্রদান

প্রশ্নঃ

আস সালামু আলাইকুম...

ব্রিটেনে সম্প্রতি সৃষ্ট গণ- বিদ্রোহের কথা আমরা সবাই জানি। ফ্রান্সে- ও বিগত কয়েক বছর পূর্বে এরকম বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ওখানকার মুসলিম যুবকগণ একে মহা- সুযোগ মনে ইরাক আফগানিস্তানের মত মুসলিম ভূখণ্ড দখলকারী এসব ক্রুসেড রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল করতে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র নিয়তে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করছে। পাশাপাশি সুদীর্ঘকাল থেকে এসব অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলমানদের তেলসম্পদ ও খনিজ ভাণ্ডার লুট করছে।

এহেন পরিস্থিতিতে উপরোক্ত নিয়তে বিদ্রোহে অংশ নেয়া বৈধ হবে কি??

প্রশ্নকারী
আবু হানিফা

উত্তরঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কোন সন্দেহ নেই, বর্তমানে মুসলমানদের জন্য ক্রুসেড রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থকরণে যে কোন পন্থা অবলম্বন করা জায়েয। তাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল করতে যে কোন সুযোগ মুসলমানদের সামনে আসবে, নির্দ্বিধায় মুসলমানদেরকে তা কাজে লাগাতে হবে।

বুখারী এবং মুসলিমে ইবনে উমর রা.এর বর্ণনায় সেই প্রমাণ- ই বর্ণিত হয়েছেঃ 'বনু নুযায়ের গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে নবীজী তাদের খর্জুর বাগানকে আগুন জালিয়ে বিনষ্ট করার আদেশ করেছিলেন। ফসলগুলো কেটে দিতে বলেছিলেন।' এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করেনঃ "তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন।"(সূরা হাশর- ৫)

প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনে কাছীর রহ. বলেন- বনু নুযায়ের দুর্গ অবরোধ করার পর ইহুদীদের অন্তরে ভয় ও আর্থিক অবকাঠামো দুর্বল করতে নবী করীম সা. তাদের রোপিত খর্জুর বৃক্ষসমূহ কর্তনের আদেশ করেছিলেন।

একাধিক বর্ণনাকারীর ভাষ্যমতে- অতঃপর ইহুদীরা নবীজীকে বলে পাঠালঃ আপনি তো বিশৃঙ্খলা থেকে মানুষকে বারণ করতেন, এখন নিজেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন? খর্জুর বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার আদেশ করছেন? জবাবে আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দেন যে, নবীর আদেশে যা কিছু ঘটেছে, তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশ। এর মাধ্যমে নবীজী শত্রুদের সার্বিক সঞ্চয়োপকরণ দুর্বল করতে চেয়েছিলেন।

সুতরাং সম্প্রতি মুসলমানদেরও ক্রুসেড রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল করতে সার্বিক প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। তাদের অর্থনৈতিক স্থাপনাসমূহ ধ্বংসের পরিকল্পণা গ্রহণ করতে হবে।

ব্রিটেনের সম্প্রতি গণ-বিদ্রোহকে মহা-সুযোগ মনে করে তাদের অর্থনীতিতে মহাধ্বস নামাতে স্থানীয় মুসলমানদের উঠে পড়ে লেগে যাওয়া উচিত। বন্ধু-বান্ধবকে একাজে উৎসাহিত করা উচিত।

(আল্লাহই ভাল জানেন, সকল প্রশংসা তাঁরই)

উত্তর প্রদান

শেখ আবু মুনযির শানকীতী

সদস্য, শরীয়া বোর্ড